আজকের কাগজ

তারিখ 15 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

২৫

ছাত্র রাজনীতি ঃ স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষের লড়াই

পান্না কায়সার

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" পৌষের শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে যখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো, আমিও কখন যে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম জানিনা। চোখ জোড়া ঝাপসা হয়ে উঠলো। এমনিতে-ই জাতীয় সঙ্গীত শোনার সময় আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পরি। সেদিন গাইবার সময়-ও একই অবস্থা হয়েছে।

টিএসসি'র সামনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ২২তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন শহীদ রাজুর মা। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিলো দুদিনের সম্মেলন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন শহীদ জননী। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেছেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠনের সংগ্রামী সভাপতি, ছাত্র নেতা নাসিরউদ্দোজা।

টিএসসি'র সামনে সমবেত হয়েছে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি বৃন্দ। লাল, নীল, সবুজ প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনে সজ্জিত টিএসসি'র চত্বর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। শুধু টিএসসি কেন গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও ছাত্রদের শ্লোগান ও পদভারে যেনো জেগে উঠেছে। এ ছাত্র ইউনিয়ন হালের ছাত্র সংগঠন নয়। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ছত্র ছায়ায় গড়ে উঠেনি এ সংগঠন। এ সংগঠন দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

সম্মেলন কক্ষে দেখা হয়ে গেলো আলী আকসাদের সঙ্গে। স্মৃতি চারণ করতে করতে আলী আকসাদ চলে গেলেন চল্লিশ বছর আগের দিনগুলোতে। তিনি বলছিলেন, ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের সময় তখন অবিভক্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা ছাত্র ফেডারেশনকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পার্টি থেকে তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় শহীদুল্লাহ কায়সারকে আত্মগোপনে থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন নামে প্রথম প্রস্তুতি কমিটি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শহীদুল্লাহ কায়সার আত্মগোপনে থেকে প্রস্তুতি কমিটি করার ব্যাপারে এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন পূর্ববাংলা ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন আখলাকুর রহমান। বাংলা প্রাদেশিক ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক ছিলেন জনাব সাত্তার। ঢাকা জেলা, ঢাকা শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ছিলেন জনাব আলী আকসাদ। পরবর্তীতে '৫২ সালের ২৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে মোঃ সুলতানকে সভাপতি ও মোহাম্মদ ইলিয়াসকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। জনাব আলী আকসাদ ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক। ছাত্র ইউনিয়নের যাত্রা হলো শুরু। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন আজ চল্লিশ বছরে পা দিয়েছে।

সেদিন টিএসসি'তে ২২তম সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সৌভাগ্য হয়েছিলো ১৯৭০ সনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলনে উপস্থিত থাকায়। শহীদুল্লাহ কায়সার সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন। এখন-ও মনে পড়ে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও ছাত্ররা দলে দলে সম্মেলনে যোগ দেবার দৃশ্য। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূলে না থাকা সত্ত্বেও সমাবেশ-ও গণজমায়েত গোটা ভল্লাটটা সরগরম হয়ে উঠেছিলো। চারিদিক থেকে জ্বালাময়ী শ্লোগান ভেসে আসছিলো। কলেজে থাকাকালীন আমি একটু-আধটু ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। হোষ্টেলে ছিলাম বলে হোষ্টেলের ছাত্রীদের দায়িত্ব পড়েছিলো আমার ওপর। সে সময় আমাদের কলেজের ছাত্র লীগের অন্যতম নেত্রী ছিলেন মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগম এক সময় এমপিও হয়েছিলেন।

কিন্তু আমার মামা এতো রক্ষণশীল ছিলো যে, আমার এসব কর্মকান্ড তার একদম পছন্দ হয়নি। মামা আমার অভিভাবক। মামার নিষেধ শুনতে হলো। ছাত্র ইউনিয়নের সাথে আর বেশী দূর জড়াতে পারলাম না। সেদিন ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ভীষণ ভাল লাগলো। ভালো লাগলো ছাত্রদের বলিষ্ঠ বক্তব্যে, ভালো লাগলো ওদের দৃঢ় প্রত্যয় ও উদ্দীপক বিশ্বাসের শব্দ প্রচারণায়।

সন্ধ্যার সময় যখন ট্রেনযোগে ঢাকায় ফিরছিলাম, শহীদুল্লাহ আমাকে হাসেত হাসতে বললেন 'আমার বক্তৃতা কেমন লাগলো'? বস্তুতঃ শহীদুল্লাহ সব সময় ভালো বক্তৃতা করতেন। এ কথা সকলেই জানে। আমি নিজেও এর আগে বেশ কটা অনুষ্ঠানে ওর বক্তৃতা শুনেছি। বক্তৃতা করে বাসায় ফেরার পথে সহজাত ভঙ্গিতেই জানতে চাইতেন বক্তৃতা কেমন হয়েছে, সেদিনও তেমনি জানতে চাইলেন।

একথা সত্য- বর্তমানে রাজনীতিতে তিনটি ধারা প্রবহমান- (১) স্বাধীনতা পক্ষের, (২) স্বাধীনতা পক্ষ ও বিপক্ষের মিলিত শক্তি, (৩) স্বাধীনতা বিপক্ষের। ত্রিমুখী ধারায় সংসদ কার্যকর ও অর্থবহ হয়ে উঠছে না। কার্যতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার মিশ্রণে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিই দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্রের সঠিক রূপায়ণ, বিভিন্ন শ্রেণীর পেশা ও দাবীর সমস্যা সমাধানে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

ট্রেনে আসতে আসতে কতো কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন এ সংগঠনটি আমাদের নিজের হাতে গড়া। কতো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে এ সংগঠনটি বিস্তার লাভ করেছে ইত্যাদি আরো অনেক কথা। সব কথা এখন মনেও নেই।

সেদিন টিএসসি'র চত্বরে দাঁড়িয়ে '৭০-এর কথা মনে পড়ে গেলো। চোখের ওপর ভেসে উঠলো আরো অনেক স্মৃতি। যে সঙ্কটের ভেতর এখন আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি, যে অপশক্তির অশুভ ছায়া বার বার আমাদের আলোর পথকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে- তা রুখবার জন্য এদেশের ছাত্র জনতা জেগে উঠেছে। '৭০-এও এভাবে জেগে উঠেছিলো ছাত্র জনতারা। স্বাধীনতার পক্ষ-ও বিপক্ষের লড়াইতে জনতার দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের কাছে বিপক্ষ শক্তির পরাজয়ও ঘটেছিলো। '৭০-এর নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নিরঙ্কুশ ভবে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার জন্য যখন প্রস্তুত তখন বিপক্ষ শক্তির চরম আঘাতে জনতা এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপক্ষ শক্তির প্রতিরোধ ও আঘাতকে প্রতিহত করে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ। সেদিন ছাত্রদের ৬য় পদযাত্রা, অবিরাম আন্দোলন, এবং ঐক্যবদ্ধ ও স্বতস্ফূর্ত সংগ্রামের কাছে স্বাধীনতার নবপক্ষ